বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

‘ইরাক ও সিরিয়াতে ইসলামী রাষ্ট্র’ (দৌল্‌তি ইসলামী ইরাক ও সিরিয়া) নামক জামায়াত এবং তার খিলাফত প্রতিষ্ঠার ঘোষণা সম্পর্কে জিহাদী আলেমদের অভিমত।

সিরিয়া ও ইরাকে উপস্থিত ‘দৌল্‌তি ইসলামী ইরাক ও সিরিয়া অর্থাৎ ‘ইরাক ও সিরিয়াতে ইসলামী রাষ্ট্র’ নামক সংগঠন সম্পর্কে গণমাধ্যমে প্রতিনিয়ত সংবাদ আসছে যারা খিলাফত প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছে। এ বিষয়ে নিজেদের অভিমত ভাইদের নিকট পৌছানো অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করছি। আরবী ভাষায় অনেক প্রসিদ্ধ মুজাহিদ ও বিজ্ঞ আলেমরা এ ব্যাপারে নিজেদের অভিমত পরিস্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু অন্যান্য ভাষায় তার অনুবাদ এখনো হয়নি।

এ বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে শুধু এতোটুকু বলতে চাই যে, প্রায় সকল বিজ্ঞ জিহাদী আলেমগণ দৌল্‌তি ইসলামী ইরাক ও সিরিয়া অর্থাৎ ‘ইরাক ও সিরিয়া ইসলামী রাষ্ট্র’ নামক জামায়াতের ***মানহাজের*** (পদ্ধতির) ভ্রষ্টতা পরিস্কারভাবে বর্ণনা করেছেন এবং এ ব্যাপারে বিস্তারিত ফতোয়া দিয়েছেন। এই সমস্ত ফাতোয়ার সার-সংক্ষিপ্ত হলো এই যে, এরা আমাদের মুসলিম ভাই যাদের মধ্যে সীমালঙ্ঘনের প্রবণতা দেখা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে কারো কারো আক্বীদা খারেজীদের মতো প্রতিনিয়ত বেদআতে পরিস্কারভাবে পতিত হয়েছে। অবশ্য এদের সকলকে সমষ্টিগতভাবে “খারেজী” বলার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত কেননা তাদের নিম্নতম স্তরে অনেক ***মুখলেছ*** (দ্বীনের ব্যাপারে আন্তরিক ও সরলমনা) লোক রয়েছে। অনুরূপ তাদের মাঝে ***ঘুলো*** (অতিরঞ্জন বা সীমালঙ্ঘন) এর পরিধিও বিভিন্ন স্তরের, বিধায় সবাইকে একই লাঠি দিয়ে তাড়ানো সম্ভব নয়। তাদের সম্পর্কে কতিপয় সুপরিচিত বিজ্ঞ আলেমদের উক্তি এখানে তুলে ধরা হলো।

আরবের প্রখ্যাত বিজ্ঞ আলেম, অনেক বইয়ের লেখক, কয়েকবার কারাগারে জীবন অতিবাহিতকারী সত্যবাদী মুজাহিদ এবং শায়খ যারকাভী (রহঃ) এর কারাগারের সাথী শায়খ আবু মুহাম্মদ মাকদাসী দৌলার বিরুদ্ধে অনেক লিখনী লিপিবদ্ধ করেছেন এবং ইদানীং তিনি তার লিখনীতে পরিস্কার ভাষায় বিস্তারিত লিখেছেনঃ দৌলতি ইসলামী নামক জামায়াত সম্পর্কে এ কথা দলিল দ্বারা প্রমাণীত হয়েছে যে, তারা অযথা অন্যায়ভাবে রক্তপাত ঘটিয়েছে, মুজাহিদদের দায়িত্বশীল ও তাদের আলেমদের আহকামসমূহের বিরোধীতা করেছে, তাদের উপদেশ সমূহকে অমান্য করেছে, তাদের সমস্ত সংশোধনের চেষ্টাসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তাদের কতিপয় ব্যক্তিবর্গ বরং তাদের শরয়ী কমিটিতেও ***ঘুলো*** (অতিরঞ্জন বা সীমালঙ্ঘন) এর রোগ আগমন করেছে। এ ছাড়া তাদের কতিপয় তো পরিস্কারভাবে স্বীকার করেছে যে, তাদের জামায়াতে খারেজী রয়েছে। অতএব আপনারা এটাও জানেন যে, এই জামায়াত আমাদের প্রবীণ, আমাদের আলেমসমূহদের প্রতি অকথ্য ভাষা ব্যবহার করেছে, বিশেষ করে আমাদের ভাই ও আমাদের প্রিয়প্রাত্র শায়খ আয়মান আল-জাওয়াহিরীর বিরুদ্ধে কটুবাক্য ব্যবহার করেছে, তার নির্দেশের অনুসরণ করতে অমান্য করেছে এবং তারা স্বীয় অপরাধকে সঠিক প্রতিপন্ন করার জন্য এটাও দাবী করেছে যে, আল-কায়েদাহ সঠিক মানহাজ (পদ্ধতি) হতে বিচুত্য হয়েছে।

অতপর আল-কায়েদার নেতাদের বার্তাসমূহ থেকে সন্ধান করে করে এমন বাক্যচয়ন করে উপস্থাপন করেছে তাতে শরিয়ত অনুযায়ী কোনো ধরনের বাধা বিপত্তি নেই। বিধায় এখন আর বেশি অপেক্ষা করা সম্ভব নয়, বরং এখন নিরব থাকাই প্রকৃত পক্ষে অসৎকে সহ্য করার এবং বাতিলের সামনে নিরবতা অবলম্বন করারই নামান্তর মাত্র। অতএব আমি ঘোষণা করছি যে, ‘দৌল্‌তি ইসলামী ইরাক ও সিরিয়া অর্থাৎ ‘ইরাক ও সিরিয়া ইসলামী রাষ্ট্র’ নামক সংগঠন সত্যের পথ

হতে বিচ্যুৎ হয়ে গেছে। মুজাহিদদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী, *ঘুলো* (অতিরঞ্জন বা সীমালঙ্ঘনে) পতিত এবং মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিতের অপরাধী একটি জামায়াত।[১]

আফগানিস্তান ও বিভিন্ন জিহাদী রনাঙ্গনে অতিবাহিতকারী, ব্রিটিশ কারাগারে বছরের পর বছর ধরে বন্দীশীল, এখন জর্দানের জেলে বন্দী প্রখ্যাত দ্বীনি আলেম ও বিশেষজ্ঞ এবং মুফাছ্ছির শায়খ আবু কাতাদাহ ফিলিস্তীনি (আল্লাহ তাকে তরান্বিত মুক্তি দান করুক) স্বীয় একটি বার্তায় পরিস্কারভাবে লিখেছেনঃ "আমি এ চিঠিখানা অত্যন্ত দুঃখের সাথে লিখছি এবং যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আলেমদের নিকট হতে আল্লাহর সৃষ্টিদের সামনে সত্য কথা বলার অঙ্গিকার না নিতেন তাহলে আমি কখনো এই কথাগুলো লিখতাম না। আমি নিজেকে এই কথাগুলো বলতে অনেক বাধার সম্মুখিন হয়েছি কিন্তু আমার এই ভয় হচ্ছিলো যে, আমি সত্য কথা গোপন করার অপরাধে অপরাধী না হই। অতএব আমি পরিস্কারভাবে বলতে বাধ্য হয়েছি যে, নিশ্চয় আমার নিকট এই কথা পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে এবং আমার কোনো ধরনের সন্দেহ নেই যে, 'দৌল্‌তি ইসলামী ইরাক ও সিরিয়া অর্থাৎ 'ইরাক ও সিরিয়া ইসলামী রাষ্ট্র' নামক সংগঠনের নেতাবর্গ বিশেষ করে তার আসকারী নেতৃত্ব এবং তার সেই শরয়ী কমিটির দায়িত্বশীলগণ যারা তাদেরকে ফাতওয়া দেয়, এরা হাদীস শরিফের ভাষায় দোযগবাসীদের কুকুর, তাদের মধ্যে 'খারেজীদের' বৈশিষ্ট্য পুরাপুরিভাবে বিদ্যমান। এরা মুসলমানদের হত্যা করছে এবং মুশরিকদের ছেড়ে দিচ্ছে।"[২]

এমনিভাবে মিশরের বিশিষ্ট্য মুজাহিদ দ্বীনি আলেম শায়খ হানী সাবা'য়ী (হাফিজাহুল্লাহ) বলেনঃ " 'দৌল্‌তি ইসলামী ইরাক ও সিরিয়া অর্থাৎ 'ইরাক ও সিরিয়া ইসলামী রাষ্ট্র' নামক এই জামায়াতের মুখপাত্র আবু মুহাম্মদ আদনানী 'হারুরী খারেজী' ফেরকার পথ ধরে তুচ্ছ অপব্যাখ্যা ও সন্দেহের সাহায্য নিয়ে মুজাহিদদের রক্ত হালাল হিসাবে অভিহিত করেছে এবং স্বীয় জামায়াতের সাথে সম্পর্ক না রাখার কারণে সকল মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। অবশ্য তাদের মধ্যে এবং পুরাতন কালের খারেজীদের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে কেননা, না এরা তাদের মতো বীর, আর না তাদের ন্যায় ভাষাবিদ, আর না তাদের মতো চরিত্রের অধিকারী। অবশ্য এরা খারেজীদের জঘন্যতম বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করেছে অর্থাৎ মুসলমানদের রক্ত বৈধ মনে করার বৈশিষ্ট্য! বরং এরা তো 'কারামুতাহ', 'ইসমাঈলিয়া' এবং 'হাশ্‌শাশীন'দের পথের পথিক হয়েছে যারা মুসলিম বিশ্বে বিপর্যয়ের বীজ বপন করেছে এবং খলিফাদের, ও তাদের সন্তান সন্ততিদের, আলেম সমাজ এবং সালাউদ্দীন আয়ূবীর মতো বীর পুরুষকে হত্যা করেছে।"[৩]

এমনিভাবে প্রসিদ্ধ দ্বীনি আলেম মুজাহিদ শায়খ আবু বাছীর তারতোসী (হাফিজাহুল্লাহ) যিনি বর্তমানে সিরিয়াতে যুদ্ধরত রয়েছে তিনি লিখেনঃ" আমি ঘোষণা করছি যে, 'দৌল্‌তি ইসলামী ইরাক ও সিরিয়া অর্থাৎ 'ইরাক ও সিরিয়া ইসলামী রাষ্ট্র' নামক জামায়াতের দায়িত্বশীলরা উগ্রপন্থী খারেজী বরং তারা তাদের চরিত্র ও কর্মকান্ড দ্বারা পুরাতন খারেজীদেরকেও পিছনে ফেলেছে কেননা তারা *ঘুলো* (অতিরঞ্জন বা সীমালঙ্ঘন), অত্যাচার ও নিপীড়ন এবং অবৈধ রক্তপাত ঘটানোর মতো জঘন্যতম কর্মকান্ডকে নিজেদের মাঝে একত্রিত করেছে। সকল বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ যাতে খারেজীদের বর্ণনা রয়েছে তা তাদের প্রতি খাপ খায়। এ ছাড়া তাদেরও খাপ খায় যারা তাদের ন্যায় কর্ম সম্পাদন করে।" [সিরিয়ার মুজাহিদবর্গ এবং দৌলাহ নামক জামায়াতের মাঝে যুদ্ধ সম্পর্কে শায়খ আবু বাছির তারতোসীর পক্ষ হতে ঘোষণা।]

---

[১] (في بيان حال الدولة الإسلاميه في العراق والشام والموقف الواجب تجاهها، للشيخ أبي محمد المقدسي)

[২](رسالة إلى أهل الجهاد ومحبيه للشيخ أبي قتادة الفلسطيني فک الله أسره)

[৩](بيان براءة ومفاصلة ليهلک من هلک عن بينة للشيخين الدکتور طارق عبدالحليم والدکتور هاني السباعي)

উপরোক্ত ওলামায়ে কেরাম ছাড়া শায়খ আয়মান আল-জাওয়াহেরী, শায়খ আব্দুল্লাহ মাহীসিনী, শায়খ সামী আরীদী, মুহাদ্দীস শায়খ সালমান আল-উলওয়ান, শায়খ আয়াদ কুনায়বী (হাফিজাহুমুল্লাহ) এবং আরো অনেক জিহাদী ওলামায়ে কেরাম 'দৌল্‌তি ইসলামী ইরাক ও সিরিয়া অর্থাৎ 'ইরাক ও সিরিয়া ইসলামী রাষ্ট্র' নামক জামায়াত সম্পর্কে পরিস্কারভাবে বর্ণনা করেছেন যে, দৌলাহর দায়িত্বশীলরা গোমরা পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। অতএব এই জামায়াত হতে পৃথক হওয়া এবং সত্য পথের পথিক জিহাদী জামায়াতের সাথে জড়িত হওয়া ফরজ (অবশ্য করণীয়)। অনুরূপ তারা এটাও বলেছেন যে, বাড়াবাড়ির জবাব বাড়াবাড়িতে দেয়া যাবে না বরং সব অবস্থাতেই মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে কেননা উভয় পথই গোমরাহীর পথ।

জিহাদী ওলামাদের এই সব অনুচ্ছেদ থেকে এই কথাই পরিস্ফুটিত হয় যে, 'দৌল্‌তি ইসলামী ইরাক ও সিরিয়া অর্থাৎ 'ইরাক ও সিরিয়া ইসলামী রাষ্ট্র' নামক জামায়াতের পদ্ধতিতে কতিপয় গোমরাহী বিদ্যমান রয়েছে। তারা বিশেষ করে সিরিয়াতে এবং কিছু ইরাকেও জিহাদী জামায়াতসমূহের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে এবং সিরিয়ায় মুজাহিদ নেতাদের শহীদ করেছে এবং মুজাহিদদের মার্কাজগুলোতে আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে এক একটি হামলায় দশ দশ জন মুজাহিদদের রক্ত প্রবাহিত করেছে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই আমাদের নিকট বস্তু পরিমাপের মানদন্ড হলো শরিয়ত। কোনো স্থানে বিজয় অর্জনের অর্থ এটা নয় যে, বিজয় হাসিলকারীদের পদ্ধতিই সঠিক, আর কোনো জায়গায় পরাজয় বরণকারীদের পরাজয়ের অর্থও এটা নয় যে, পরাজয় বরণকারীরা বাতিল পন্থী। মানহাজ (পদ্ধতিকে) কুরআন ও হাদীস এবং শরিয়তের ভিত্তিতে সঠিক অথবা বালিত সাব্যস্ত করা হয়। অতএব যখন একবার পরিস্কার গোমরাহী পরিস্ফুটিত হয়ে সামনে এসেছে তখন শুধুমাত্র মিডিয়ার (গণমাধ্যমের) চোখ ধাঁধানোতে অথবা ভূ-পৃষ্টের অগ্রগতি থেকে প্রভাবিত হয়ে এই উজ্জল শরিয়তের বাস্তবতাকে ভোলা যাবে না।

বাংলাদেশ অথবা অন্যান্য দেশে বসে এই ফিতনা (বিপর্যয়) সম্পর্কে আমাদের যে কর্তব্য হওয়া দরকার তা নিম্নে পদত্ত হলোঃ

- আমরা কুফ্‌ফার ও মুরতাদ্দীনদের বিরুদ্ধে লড়াই, লিখা এবং বলার চেয়ে বেশি এই জামায়াতের বিরুদ্ধে শক্তিবল প্রয়োগ করার দিকে যেন দৃষ্টি না দেই, বরং এই ফিতনা (বিপর্যয়) সম্পর্কে মধ্যপন্থা অলম্বন করি। কুফ্‌ফার ও মুর্তাদ্দীনই আমাদের প্রকৃত শত্রু বিধায় আমরা যেন তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বেশি দৃষ্টি দেই।
- 'দৌল্‌তি ইসলামী ইরাক ও সিরিয়া অর্থাৎ 'ইরাক ও সিরিয়া ইসলামী রাষ্ট্র' নামক জামায়াতের স্বার্থে তৎপরতা চালানো অথবা তার প্রশংসা করা হতে বিরত থাকবো এবং পরিস্থিতি আরো পরিস্কার হওয়ার অপেক্ষা করবো।
- যারা এই বিষয়ে অজ্ঞ এবং প্রকৃত ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় তাদেরকে অজানা ও অপরিচিতই থাকতে দিন। অবশ্য যে ব্যক্তি এই জামায়াতের দিকে ধাবিত হয়েছে তার প্রতি এর বাস্তবতাকে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা যেতে পারে।
- যেখানে এই বিষয়ে কথা বলার প্রয়োজন হয় সেখানে সর্বপ্রথম এই দিকটা ভালোভাবে পরিস্কার করে দেয়া উচিত যে, 'দৌল্‌তি ইসলামী ইরাক ও সিরিয়া নামক জামায়াতের মধ্যে এবং তার সাথে জড়িত নবীনদের মাঝে যে ***ঘুলো*** (অতিরঞ্জন বা সীমালঙ্ঘনের) ভাব সৃষ্টি হয়েছে, বাতিল শাসনই এজন্য মৌলিকভাবে দায়ী এবং এর মুরতাদ শাসক ও সেনাবাহিনী, যাদের জুলুম ও নিপীড়ন এবং কঠোরতা নবীনদের মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।
- চিন্তাগত ও আকিদাগত গোমরাহী হতে নিজেকে এবং সাথীদেরকে রক্ষা করুন যা এই জামায়াতের সমর্থকদের মন-মস্তিস্ককে গড়ে তুলেছে। তাই কোন সংগঠনের বিরূদ্ধে বেশি বলার পরিবর্তে তাদের গোমরাহী ও তাদের ভুলের মোকাবিলার প্রতি মনোযোগ দিন। তাকফীর করাতে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করা, মুসলমানদের হত্যার ব্যাপারে হস্ত

প্রসারিত করা, উম্মতের প্রতি অমনোযোগীতা, হক্কানী আলেমদের পথ পদর্শন ও তাদের ফাতোয়ার প্রতি অনীহা, সাংগঠনিক গোঁড়ামী, শরিয়ত ভিত্তিক রাজনৈতিক জ্ঞানের অভাব, মতবিরোধ করার চারিত্রিক গুণকে পদদলিত করা এবং জিহাদের পূর্বসূরিদের বিরুদ্ধে কটুবাক্য প্রয়োগের মতো রোগ হতে নিজেকে এবং অন্যান্যদেরকেও রক্ষা করুন এবং তাদেরকে বাড়াবাড়ি হতে মুক্ত, পবিত্র পথে মধ্যপন্থী হিসাবে পরিচালনা করুন।

- আমিরুল মু'মেনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর মুজাহিদ (হাফিজাহুল্লাহ) এর নেতৃত্বের চতুরদিকে স্বীয় মুজাহিদ সাথীদেরকে এবং এই ভূ-খন্ডের মুসলমানদেরকে একত্রিত করুন এবং এই ভূ-খন্ডের কাউকেও মুজাহিদদের ঐক্যকে নস্যাৎ করার অনুমতি দিবেন না। আর এই দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে যে, তারা যেন আমিরুল মু'মেনীনের মোকাবিলায় নতুন আমির অথবা খলিফার পরিচয় না করাতে পারে।
- ফিতনা (বিপর্যয়) সর্ম্পকে বেশি কথা বলা হতে বিরত থাকুন এবং স্বীয় প্রকৃত দৃষ্টি ইতিবাচক জিহাদী তৎপরতার প্রতি সন্নিবেশিত করুন। ফিতনা সর্ম্পকে বেশি কথা বলা নতুন ফিতনা জন্ম দেয়ার নামান্তর। অনুরূপ অজ্ঞ সাথী যখন এমন সূক্ষ্ম সমস্যা সম্পর্কে কথা বলে তখন সাধারণতঃ না সংযমতা রক্ষা করতে পারে, আর না শরিয়তের কৌশল ও তাৎপর্যের প্রতি বিবেচনা করতে পারে।
- সাথীদেরকে কোমলতা এবং উৎসাহের মাধ্যমে 'দৌলাহর' ফ্লিম, তার সমর্থক লেখনী, তার চিন্তাধারাকে প্রসার ও প্রচারকারী বিষয়বস্তু অধ্যয়ন করতে এবং দেখতে বিরত রাখবেন। বিশেষ করে তার দাওয়াতকে প্রসারকারী **'বাবুল ইসলাম ফোরাম'** নামক ওয়েব সাইট ভিজিট করতে নিষেধ করবেন। শায়খ আবু মুহাম্মদ মাকদাসী (হাফিজাহুল্লাহ), তিনি তো সাধারণভাবে ফাতওয়া দিয়ে 'দৌলাহর' দাওয়াতী বিষয়বস্তুকে প্রসার করতে নিষেধ করেছেন। বেদআতী ও সীমলঙ্ঘনকারীদের কথা শ্রবন করা ও অধ্যায়ন করা, তাদের বৈঠকে সমবেত হওয়া, তাদের সংশয় ও সন্দেহের প্রতি মনোযোগ দেয়া, তাদের সাথে তর্কবিতর্ক করা এসব থেকে সালাফ ও সালেহীনদের যুগ হতে ওলামারা নিষেধ করে আসছেন। কতিপয় ওলামায়ে সালাফ যারা এ ধরণের কাজকে হারাম বলেছেন। এই নিষেধাজ্ঞা হতে শুধুমাত্র বিজ্ঞ ওলামারাই মুক্ত যারা তাদের প্রচারকৃত সন্দেহ অপসারণের যোগ্যতা রাখেন।
- যারা এই দলের সাথে জড়িত অথবা যারা তাদের চিন্তাধারায় প্রভাবিত তাদের হেদায়েতের জন্য দোয়া করুন এবং তাদেরকে ভালোবাসার মাধ্যমে মধ্যম পথের দিকে ফিরে আসার আহ্বান করুন। বস্তুতঃ এই শিক্ষাই আমাদেরকে শায়খ আব্দুল্লাহ আয্যাম শহীদ (রহঃ), শায়খ উসামাহ (রহঃ), শায়খ আয়মান আল-জাওয়াহেরী (হাফিজাহুল্লাহ), শায়খ আতিয়াতুল্লাহ (রহঃ) এবং আবু ইয়াহিয়া লিবী (রহঃ) দিয়েছেন। এসব জিহাদী মুরুব্বী ও পূর্বসূরিদের লিখনী ও বক্তব্যসমূহ এবং তাদের দাওয়াত প্রচলন করার পথ তালাশ করুন।

নিম্নে দৌলাহর পক্ষ হতে "খিলাফত" ঘোষণা সম্পর্কে শরয়ী অভিমত সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হলো

শরিয়ত অনুযায়ী খিলাফত প্রতিষ্ঠা দুই পদ্ধতিতে হতে পারে। একটি পদ্ধতি হলো প্রকৃত পদ্ধতি অর্থাৎ উম্মাহর বিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ অনুযায়ী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয় পদ্ধতি, প্রকৃতপক্ষে বৈধ বা জায়েজ নয় তা হলো এই যে, কোনো ব্যক্তি অবৈধভাবে এই পদ্ধতি অবলম্বন করে নিজেকে শাসক হিসাবে ঘোষণা করলো এরপর এই শাসকের স্বীকৃতি দানও ইসলাম অনুমোদন দেয়। এটাকে শরিয়তের পরিভাষায় "তাগলাব" বলা হয় অর্থাৎ শক্তি প্রবলে মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়াই উম্মতের অধিকাংশের ওপর আধিপত্য স্থাপন করা। এমন কার্য সম্পাদনকারী গুনাগার হবে বরং অধিকাংশ আলেমদের মতে সে ফাসেক হিসাবে পরিগণিত হবে। কিন্তু আধিপত্য বিস্তার করার পর এমন ফাসেক শাসকের আনুগত্য করা হবে। কেননা সার্বজনীন জমহুর আলেমদের নিকট ফাসেক শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রচেষ্টায় যে ফিতনা ও রক্তপাত ঘটবে সে অনুপাতে তার "ফিস্ক" এর প্রতি সবর (ধৈর্য্যধারণ)-ই উত্তম হবে।

অতপর এটা পরিস্কার যে, উম্মতের কোনো আলেমের নিকট শুধুমাত্র "ঘোষণা" করাতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে না। ইরাকের ভাইয়েরা এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ সারা উম্মতের প্রতিনিধি আলেম সমাজ ও জিহাদরত দায়িত্বশীলগণ এবং গোত্রীয় প্রধানদের সাথে পরামর্শ করে বলেনি যে, তাদের ইমারাতকে খিলাফত হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হউক। তারা স্বীয় প্রতিবেশী সিরিয়ায় উপস্থিত জিহাদী ওমারাহ এবং অন্যান্য ভূ-খন্ড যথা সোমালিয়া, মিশর, আলজিরিয়া, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানে উপস্থিত জিহাদী আন্দোলনের দায়িত্বশীল ওমারা ও ওলামাদের সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন মনে করেনি। অনুরূপ সারা মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলও এদের দখলে নেই যার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ক্ষমতাকে খিলাফত হিসাবে মেনে নিতে হবে। তারা তো শুধুমাত্র ইরাকের দুইটি প্রদেশ এবং সিরিয়ার এক দু'টি শহর দখল করতে পেরেছে। বেশি থেকে বেশি এটা বলা যেতে পারে যে, যে অঞ্চলের ওপর এই জামায়াতের আধিপত্য প্রত্যক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে যদি তারা শরিয়ত প্রতিষ্ঠিত করে তাহলে সেই এলাকার অধিবাসীদের প্রতি তাদের আনুগত্য অবশ্য করণীয় হবে। কিন্তু এর চেয়ে বেশি তাদেরকে "খলিফাতুল মুসলিমীন" মনে করা, যার বায়াত পূর্ব ও পশ্চিমের সকল মুসলিমদের প্রতি ওয়াজেব বলা এবং যার হাতে বায়াত করা ব্যতীত মৃত্যুকে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বলা এটা শরিয়তের বিজ্ঞ কোনো ব্যক্তি বলতে পারে না।

অবশ্য এই জামায়াতের প্রত্যেক সফলতা আমাদেরকে আনন্দিত করবে যার দ্বারা আমেরিকা ও মুরতাদ্দীন এবং শিয়াদের ক্ষতিসাধন হয়। আমাদের সব আশঙ্কা এতেই (খলিফা ঘোষণার মধ্যে) নিহিত কেননা এই জামায়াত স্বীয় আমিরকে খলিফা এই জন্য ঘোষণা করেছে যাতে সেই সমস্ত লোকদের রক্তপাত ঘটানোর বৈধতা হাতে আসে যারা খলিফার হাতে বায়াত করতে অস্বীকার করেছে। রক্তপাত ঘটানোর প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়া খিলাফত ঘোষণার পূর্ব হতেই চলে আসছে এখন তা চরম আকার ধারণ করতে যাচ্ছে। অতএব আশঙ্কা এটাই যে, এই ঘোষণা মুজাহিদ এবং সাধারণ মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত করার ভূমিকা মাত্র এবং সিরিয়ায় জিহাদী আন্দোলনকে পারস্পরিক যুদ্ধে লিপ্ত করে দুর্বল করার আরো একটি পদক্ষেপ। অন্য দিকে এ কথাও পরিস্কারভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আমেরিকার নিকট আরবদেশগুলো হতে চলে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই এবং এখান থেকে চলে যাওয়ার পূর্বে তার নিকট সমস্যার উত্তম সমাধান এটাই যে, সে আমেরিকা ইসরাঈল এবং বিশ্ব শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুজাহিদদেরকে তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছার আগেই এক অসীম ও পূর্ণ শিয়াহ ও সুন্নী যুদ্ধে জড়িত করতে চায় যার অগ্নিশিখা সমস্ত ভূ-খন্ডকে ধ্বংস করবে আর আমেরিকা নিজে দূরে বসে তামাশা দেখতে চায়। আক্ষেপ দৌলাহ নামক জামায়াতের পদক্ষেপের প্রতি যা ঠিক সেই দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। অপর দিকে এই আশঙ্কাও বিদ্যমান রয়েছে যে, খিলাফত ঘোষণাতে শত্রুরাই লাভবান হচ্ছে কেননা খিলাফতকে জীবিত করার জন্য এক শতাব্দী ধরে অপেক্ষাকারী উম্মতের সামনে খিলাফতের এমন এক আদর্শ তুলে ধরা হচ্ছে যা মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত করছে এবং তাদের প্রতি জুলুম নীপিড়ন করছে এমনকি মুজাহিদদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হচ্ছে। এমনিভাবে উম্মত খিলাফত সম্পর্কে ঘৃণাপোষণ করে আগামী একশত বছর পুনরায় খিলাফতের নাম যেন না নেয়। (শত্রুরা এই সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে)। আল্লাহ তায়ালা উম্মতকে সত্যিকার ইসলামী খিলাফত দান করুক যা মুসলিম উম্মাহর জন্য চক্ষু শীতল করবে এবং আল্লাহ তায়ালা শত্রুদের ষড়যন্ত্র হতে আমাদেরকে নিরাপদে রাখুক, আমীন!